গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
আইসিটি সেল
www.sylhetdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০১১.৩৬.০০৪.২১.৯১

তারিখ: ১৭ আষাঢ় ১৪৩০
০১ জুলাই ২০২৩

বিষয়: **সিলেট বিভাগে ইনোভেশন শোকেসিং/উদ্ভাবনী মেলা ২০২৩ আয়োজনের প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিপি-৩ শাখা এর ০৮.০২.২০২৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৯৭.০১.০০৩.২২.৬ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট বিভাগে বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং/উদ্ভাবনী মেলা ২০২৩ গত ১৮ জুন, ২০২৩ তারিখ মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম, জেলা স্টেডিয়াম, রিকাবীবাজার, সিলেট-এ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং/উদ্ভাবনী মেলা আয়োজনের প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

১-৭-২০২৩
জাকারিয়া
বিভাগীয় কমিশনার (রুটিন দায়িত্ব)
ফোন: ০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
ইমেইল: divcomsylhet@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০১১.৩৬.০০৪.২১.৯১/১

তারিখ: ১৭ আষাঢ় ১৪৩০
০১ জুলাই ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপসচিব, সিপি-৩ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১-৭-২০২৩
জাকারিয়া
বিভাগীয় কমিশনার (রুটিন দায়িত্ব)

সিলেট বিভাগে উদ্ভাবনী মেলা ২০২৩ আয়োজনের প্রতিবেদন

সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সবচেয়ে উপযোগী আইডিয়াকে শনাক্তকরনের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর অংশ হিসেবে সিলেট বিভাগে উদ্ভাবনী মেলা-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে গত ১৮ জুন ২০২৩ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম, জেলা স্টেডিয়াম, রিকাবীবাজার, সিলেটে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। একদিন ব্যাপী আয়োজনের অনুষ্ঠান সূচি ছিল নিম্নরূপ:

সময়	অনুষ্ঠান সূচি
১৮ জুন ২০২৩	
১০.০০-১১.০০টা	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১১.৩০-১৩.৩০টা	বিভিন্ন দপ্তর/কার্যালয় এর উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ উপস্থাপন
	ইনোভেশন বিষয়ক ডকুমেন্টারি/অ্যানিমেশন প্রদর্শন
১৪.৩০-১৬.৩০ টা	বিভিন্ন দপ্তর/কার্যালয় এর উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ উপস্থাপন
১৬.৩০-১৮.৩০টা	উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত সেমিনার
১৯.০০-২০.০০টা	সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ

প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় উদ্ভাবনী মেলা-২০২৩ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট রেঞ্জ এর ডিআইজি জনাব শাহ মিজান শাফিউর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম, জনাব মো: আ: রাজ্জাক সরকার, যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মজিবর রহমান, জেলা প্রশাসক, সিলেট মহোদয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব দেবজিৎ সিংহ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট। অতিথিগণ তাঁদের বক্তব্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে কিভাবে ত্বরান্বিত করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। বক্তারা আরো বলেন, উদ্ভাবনী চিন্তা প্রতিটি কর্ম বা সেবাকে করে তোলে জনবান্ধব এবং জনকল্যাণকর। প্রথাগত সেবার/কাজের ধরণে সামান্য পরিবর্তন করে অথবা ভিন্ন/একদম নতুন ধারণার উদ্ভাবনের মাধ্যমে সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কাজের মান উন্নয়ন করে জনগনের সেবা পাওয়াকে সহজলভ্য করাই উদ্ভাবনী মেলার মূল উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন জনাব নাসরিন চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

সিলেট বিভাগীয় উদ্ভাবনী মেলা ২০২৩ এ অত্র বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান হতে ২১টি কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/দপ্তর তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ প্রত্যেক স্টলে আগত অতিথি ও দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিলো।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বের সমাপ্তির পর অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। স্টল পরিদর্শনকালে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠান অতিথিবৃন্দের সম্মুখে তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন, উপরন্তু এই উদ্যোগ কিভাবে সেবা প্রদানের ধরণকে সহজলভ্য করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সময়, ব্যয়, দর্শন (TCV) হ্রাস করে সে বিষয়ে তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন করেন। সেই সাথে বর্তমান উদ্যোগ প্রচলন করে সেবা প্রদান ও মান উন্নয়নে প্রচলিত ধরনের সাথে কতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

পরবর্তীতে ১১.৩০টায় ডিজিটাল ডিসপ্লেতে বিভিন্ন কার্যালয়/প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে প্রদর্শন শুরু হয়। ২১টি প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শন করেন। এ সময় মূল্যায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মূল্যায়ন কমিটিতে ছিলেন জনাব জাকারিয়া, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), সিলেট, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, সিলেট এর প্রতিনিধি ও জনাব নাসরিন চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন শেষে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে ইনোভেশন বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টারি/এনিমেশন প্রদর্শন করা হয়।

বেলা ৪.৩০ টায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জাকারিয়া, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), সিলেট, জনাব মোঃ মজিবর রহমান, জেলা প্রশাসক, সিলেট, জনাব সন্দীপ কুমার সিংহ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিলেট। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব দেবজিৎ সিংহ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন জনাব নাসরিন চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট। সেমিনারের শুরুতেই ইনভেনশন ও ইনোভেশন সম্পর্কে তথ্যবহুল, চমৎকার উপস্থাপনার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোকপাত করেন জনাব মোহাম্মদ মোবারক হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মহোদয়। সেমিনারে বক্তারা ইনোভেশন, ইনভেনশনের সংজ্ঞা, পার্থক্য, কর্মক্ষেত্রে ইনোভেশনের প্রভাব, কিভাবে সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইনোভেশনের মাধ্যমে এগিয়ে চলা যায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। সাধারণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরগুলোর সেবার মান কিভাবে আরো সহজ থেকে সহজতর করা যায়, উন্নত করা যায় তার দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনার শেষে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে দিতে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কাজ করছে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ। আমাদের প্রত্যেককে গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে এসে চিন্তা

করতে হবে। কিভাবে সেবাসমূহ আরও সুন্দর করা যায়, জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা যায় সে দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সেবা সহজিকরণের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা ফলপ্রসু হলে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের ধরণকে সহজলভ্য করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সময়, ব্যয়, দর্শন (TCV) হ্রাসকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে সদয় দৃষ্টিপাত করার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, উদ্ভাবনী মেলা ২০২৩ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মূল্যায়ন কমিটি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ ইনোভেশনের আকর্ষণীয়তা, বাস্তবে কতটুকু প্রয়োগযোগ্য, প্রয়োগের ফলে প্রচলিত ধরনের সাথে সেবা প্রদানে বাহ্যিকভাবে কতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যম সময়, ব্যয়, দর্শন (TCV) কতটুকু হ্রাস করেছে ও উপস্থাপনের কৌশল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের মধ্যে ১ম স্থান, ২য় স্থান এবং ৩য় স্থান অধিকারীদের নির্বাচিত করেন।

বিভাগীয় উদ্ভাবনী মেলা ২০২৩ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের বিভিন্ন আইডিয়া, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহ সংক্রান্ত ফলাফল নিম্নরূপ

অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	প্রাপ্ত নম্বর	ফলাফল
পাইলগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ	ইউনিয়ন ডিজিটাল ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	২২	প্রথম স্থান
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বিশম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	উপজেলা প্রশাসন মাল্টিপারপাস সেন্টার	২১	দ্বিতীয় স্থান
উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর ও ভেটেরেনারি হাসপাতাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	ই প্রশিক্ষণ	২০	তৃতীয় স্থান

উদ্ভাবনী মেলা ২০২৩ এ অংশগ্রহণকারী ২১টি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের বিভিন্ন আইডিয়া, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহ মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(১) ইউনিয়ন ডিজিটাল ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পাইলগাওঁ ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার মানসে এ ধারনার উৎপত্তি। ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্সদাতার তথ্যের সাথে পারিবারিক তথ্যের ডাটাবেইজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হোল্ডিং নাম্বার ও হোল্ডিং প্লেটপ্রদান/স্থাপন, এসেসমেন্ট করা, মানি রিসিট, ট্যাক্স দাতার নিজস্ব ড্যাসবোর্ড ও আপিল নিষ্পত্তি, ট্যাক্স দাতার নিজস্ব মোবাইল ফোনে ও ইমেইলে বিল পাঠানো ও পরিশোধ করা, ট্যাক্স কালেকশনে, তাগদা প্রদান করা, দিন/সাপ্তাহিক/মাসিক কালেকশন, রিপোর্ট, নাগরিকদের-বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা কার্যক্রম এসএমএস এর মাধ্যমে অবগত করা। এসব ধারনা থেকে উদ্যেগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) উপজেলা প্রশাসন মাল্টিপারপাস সেন্টার

উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন Town Centre এর আদলে একই প্লাটফর্মে পিছিয়ে থাকা নারী, শিশু ও যুবক-যুবতীদের জন্য কিছু করার মৌলিক চিন্তা-ভাবনা থেকে উপজেলা প্রশাসন মাল্টিপারপাস সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ। এখানে একই সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা বান্ধব ও কর্মমূখর পরিবেশ গঠন, নারী ও শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিনোদনের ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার প্রয়াস থেকেই মূলত এই ধারণার উৎপত্তি। এখানে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন নাগরিক সুবিধা প্রদান সম্ভব হবে।

(৩) ই-প্রশিক্ষণ

অনলাইন, প্রাণি সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্লাটফর্ম। যার মাধ্যমে খামারিগণ ঘরে বসে অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন যে কোন সময়ে। এই প্লাটফর্ম দক্ষ উদ্যোক্তা ও সফল খামারি হয়ে উঠতে সহায়তা করছে। বাস্তবায়নের সময় ২০২২ থেকে চলমান।

প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উদ্ভাবনী মেলা ২০২৩ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন এবং বিজয়ী তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার প্রদান শেষে সভাপতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এরকম উদ্যোগ চালু রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী, দর্শনার্থী এবং অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।